অশান্তি আর অসন্তোষ নামেই শুধু কলেজ

ফজলুল বারী

রাজধানী ঢাকার একটি কলেজ। মেহেরুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ এর নাম। দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো এটিও বিশেষ আলোচিত এ কারণেই যে, সেখানে একটি কলেজ চালানোর মতো পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্রী নেই। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা আছেন বহাল তবিয়তে। 'বিশেষ কায়দায়' সরকারী বেতনভাতাও নিচ্ছেন। বছর দুয়েক আগে একটি ইংরেজী পত্রিকায় "কলেজ রান'স ইন সিটি উইদাউট স্টুডেন্টস" শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপা হলে বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ওই রিপোর্ট ছাপার সময় সেখানে মাত্র ৩ ছাত্রী ছিল। শিক্ষক ছিলেন ১৩ জন। সরকারী তদন্তে প্রমাণ হয় ভুয়া ছাত্রীসংখ্যা, শিক্ষক অন্তর্ভুক্তি দেখিয়ে কলেজটির পরিচালনা সংশ্লিষ্টরা সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহন-আত্মসাতের অবৈধ বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল। অভিযোগ প্রমাণের পর প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক নানা ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির লোকজন বিভিন্ন সময়ে তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কলেজটির নেপথ্যে গড়ে উঠেছে বিশেষ একটি দুষ্টচক্র। তারপরও সরকারী মহলের দুর্নীতিবাজ একটি চক্রের যোগসাজশে সেখানকার অপরাধ বাণিজ্যের গতি-ধারাবাহিকতা বহাল আছে। এখন বিশেষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখায় নিয়মিত ৫০-এর মতো ছাত্রী থাকলেও সরকারী একটি রিপোর্টে সেটি ৭০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ওয়াকিফহাল একাধিক সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে, এদের বিভিন্নজনকে সেখানে এনে রাখা হয়েছে 'নানাভাবে ম্যানেজ-যোগাড়' করে। নথিপত্রে আবার ১৩৯ জনের নাম লিখে রাখা আছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে সাম্প্রতিক অশান্তি-অসন্তোষ চলছে ভিন্ন কারণে। কলেজ চালানো-রক্ষার নামে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির নাটের গুরুদের কীর্তিকলাপের শিকার হয়ে সেখানকার স্কুল শাখার শিক্ষকরাও গত ৪ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগে এর আগে বয়স কেলেঙ্কারিসহ নানা দুর্নীতির অভিযোগে অপসারিত অধ্যক্ষকে আবার স্বপদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ধানমণ্ডি গার্লস স্কুল নামের এই প্রতিষ্ঠানটি (৫৪/১ নর্থ সার্কুলার রোড) গড়ে উঠেছিল ১৯৬৪ সালে। পরবর্তীতে জনৈক নিঃসন্তান সমাজহিতৈষী নারী সৈয়দা আকলিমা বেগম এবং মেহেরুন্নেসা চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির জন্য জমি-সম্পত্তি দান করলে পরবর্তীতে এটির পূর্ননামকরণ হয় আকলিমা মেহেরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। পরবর্তীতে অবশ্য এসব জমিজমার বিষয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে নানাজনের নানা লোভের কারণ হয়েছে। ১৯৯৪ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ শাখা। মেহেরুন্নেসা চৌধুরীর স্বামী সাব্বির আহমদ চৌধুরী শুরু থেকেই এর পরিচালনার সঙ্গে শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে জড়িত ছিলেন। এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান থেকে আকলিমা বেগমের নামও বাদ পড়ে তাঁর পক্ষের শক্ত উত্তরসূরি না থাকায়। এ সবকিছু সত্ত্বেও কলেজটি ঠিকমতো চললে এর শিক্ষার্থী-অভিভাবক মহলের সান্ত্বনা থাকত। সর্বশেষ এক সরকারী তদন্তে ধরা পড়ে গড়ে ২০০ ছাত্রীসংখ্যার ভুয়া হিসাব দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক বেতনসহ নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করলেও আদতে সেখান থেকে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে মাত্র ২০ জন, ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৩৮ ছাত্রী ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ১৯৯৯ সালে একবার ওই কলেজের নামে ঢাকা বোর্ড এইচএসসির ইংরেজী প্রথমপত্রের এক ভুয়া প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করলে হৈচৈ শুরু হয় দেশে। আব্দুল আজিজ নামের এক ব্যক্তিকে কলেজটির অধ্যক্ষ পরিচয় দিয়ে নিয়োগটি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যত ওই সময়ে কলেজটির অধ্যক্ষ ছিলেন তাসলিমা নাজনীন। আব্দুল আজিজ নামের কোন নিয়মিত শিক্ষকও তখন সেখানে ছিলেন না। আবার ওই সময়ে কলেজের পক্ষে আব্দুল আজিজের পরিচয় সত্যায়িত করে দিয়েছিলেন অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা তাসলিমা নাজনীনই। তখন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এভাবে নানা কেলেঙ্কারি-জালিয়াতির কাজকর্ম সেখানে নিয়মিতভাবেই চলছে।

> *পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্রী নেই। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা আছেন বহাল তবিয়তে। 'বিশেষ কায়দায়' সরকারী বেতনভাতাও নিচ্ছেন*

পরবর্তীতে অবশ্য দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে তাসলিমা আজিজকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তাসলিমা আজিজ এখন বর্তমান সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন যে তিনি বিএনপি সমর্থক হওয়াতে তৎকালীন গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান সাবেক এমপি মকবুল হোসেন আক্রোশবশত তাঁকে বাদ দিয়েছিলেন। তাঁর এই হঠাৎ বিএনপি হয়ে ওঠার বিষয়টি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে সরব আলোচনা চলছে। কারণ সবাই জানতেন তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে বাগেরহাটের একটি এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী ছিলেন। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ১৭ ছাত্রী অংশ নেয় আলোচিত কলেজটি থেকে। এখন কলেজে খাতাপত্রে ১৩৯ ছাত্রীর নাম থাকলেও প্রকৃত সংখ্যা তার অর্ধেকও নয়। আর কলেজ শাখায় শিক্ষক আছেন ১৯ জন। এঁদের মধ্যে ১৩ জন সরকারী এমপিওভুক্ত। ১৯৯৮ সালে সরকারী একটি তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভুয়া হিসাব দেখিয়ে শিক্ষক বেতনবাবদ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের মোট ৭/৮ লাখ টাকার ক্ষতি করেছে। তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত এক শিক্ষকের নামে ভুয়া সার্টিফিকেট জমা দিয়ে আত্মসাতকৃত সরকারী অর্থ ফেরত দেবার নির্দেশও কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেছে। এখন গবর্নিং বডির একটি মেয়াদ উত্তীর্ণ এ্যাডহক কমিটি অবসরে চলে যাওয়া এক অধ্যক্ষের কর্তৃত্বে থাকার সুযোগে দুর্নীতির দায়ে অপসারিত ব্যক্তিকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা-তদ্বিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে বেড়েছে অসন্তোষ। স্কুল শাখায় ২১ শিক্ষক আছেন। স্কুল শাখায় অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা ৫শ'র বেশি। স্কুলের এসব শিক্ষকই গত ৪ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় কোন আগ্রহ দেখাননি নেপথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাব্বির আহমদ চৌধুরী। তার বিরুদ্ধে সরকারী তদন্ত কমিটির দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

সাব্বির আহমদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির জমি-সম্পত্তির জন্য সৈয়দা আকলিমা বেগমের কোন ভূমিকা-অবদান অস্বীকার করে বলেন, তাসলিমা নাজনীন কলেজে ফিরে আসছেন জানি। বললেন, স্কুলের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকের কারণে তাঁদের কলেজটি ভাল চলছে না। এরাই এখানে ছাত্রীদের ভর্তি হতে দেয় না। নিরুৎসাহিত করতে নানাভাবে ভয় দেখায়। কলেজ নিয়ে দুর্নীতির প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলে বলেন, আমি পাঁচ বছর ধরে কলেজটির কোনকিছুতে জড়িত নেই। এটা নিয়ে আপনারা যা খুশি লিখতে পারেন। এসব নিয়ে আমার কোনকিছু বলার আগ্রহ নেই। আমি ওসবকে আমল-পাত্তাও দেই না।

দৈনিক ইনকিলাব
JAN 22 2002